গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার
(Abstract)

কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গে বিশ শতকে এক ধরণের মফঃস্বল কেন্দ্রিক 'বিদ্বৎ সমাজ'-এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলার উত্তরাঞ্চলে কিভাবে এবং কাদের উদ্যোগে মফঃস্বল কেন্দ্রিক 'বিদ্বৎ সমাজ'-এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল সে প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খায়। উত্তরবঙ্গে বিশ শতকে এক ধরণের মফঃস্বল কেন্দ্রিক 'বিদ্বৎ সমাজ' এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও তা বরাবরেই চর্চার বাইরে ছিল। এবং সামগ্রিক ভাবে এই বিষয়ের ওপর চর্চা করার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউ কখনও আগ্রহ দেখায় নি। অর্থাৎ অনেকে হয়তো ভাবতেই পারেন নি যে কলকাতা থেকে এত দূরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গে 'বিদ্বৎ সমাজ' গড়ে ওঠা সম্ভব। সুতরাং সে কারণেই বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠা বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে গবেষক তার গবেষণামূলক কাজের সময়সীমা কেন পুরো বিশ শতককে ধরেছে তার ব্যাখ্যাও এই গবেষণাকর্মে তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে পুরো বিশ শতকের ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গ বলতে কোন কোন অঞ্চলকে বোঝায় তার একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। আর কিসের ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ভাগ করা হয়েছিল তাও এখানে দেখানো হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' (১৯০৫ সাল) ও তার নিজস্ব সংগ্রহশালা 'রঙ্গপুর সংগ্রহশালা', 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১০ সাল) পরবর্তীকালে 'বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর', 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (১৯১২ সাল), 'কোচবিহার সাহিত্য সভা' (১৯১৫ সাল), 'বি. আর. সেন পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড মিউজিয়াম' (১৯৩৭ সাল) ও বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কিভাবে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে গঠিত উক্ত বিভিন্ন বিদ্বৎ সভা, সমিতি ও সংস্থাগুলি স্থাপনে যাদের (যেমন জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়) ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল তাঁদের অবদান সম্পর্কেও এই গবেষণাকর্মে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় গঠিত বিদ্বৎসভাগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বিদ্বৎসভাগুলির মধ্যে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বরেন্দ্র

অনুসন্ধান সমিতি'র সঙ্গে কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'র মধ্যে যে একপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কেও এই গবেষণাকর্মে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দেশভাগের অভিশাপ যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিল তা নয়, এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জগতেও তার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু কি ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের ওপর দেশভাগের প্রভাব পড়েছিল এখানে তা এই গবেষণাকর্মে দেখানো হয়েছে। তবে এই গবেষণাকর্মে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা এবং অনুশীলনে বিদ্বজনদের যে কর্মকান্ড বা চিন্তাভাবনা ছিল শুধুমাত্র তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। এর পাশাপাশি প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে এই অঞ্চলের বিদ্বজ্জনদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কেমন ছিল সে সম্পর্কেও একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই গবেষণাকর্মে পুরো বিশ শতকে উত্তরবঙ্গে বিদ্বৎ সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রটি কেমন ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।